Bangladesh Journal of Political Economy

© 2012 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 28, No. 2, December 2012, pp. 001-009
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

বৈশ্বিক অর্থনীতি ও রূপকল্প ২০২১
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৮তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে ভাষণ

শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সম্মানিত সভাপতি ড. আবুল বারকাত,
সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক হান্নানা বেগম,
সহকর্মীবৃন্দ,
দেশী-বিদেশী অতিথিবৃন্দ,
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সদস্যবৃন্দ,
সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অষ্টাদশ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এ দেশের অর্থনীতিবিদদের এক ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। আমার দৃষ্টিতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ঐতিহাসিকভাবেই দেশপ্রেমিক একটি সংগঠন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে বাঙলি জাতির মুক্তি হবে না, ঠিক তখনই এ-দেশের প্রাগ্রসর অর্থনীতিবিদরাই পাকিস্তান কাঠামোর মধ্যে বৈষম্যপূর্ণ দুই-পাকিস্তান এর তত্ত্ব হাজির করে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্বশাসিত অর্থনীতির কথা বলেছিলেন।

এ দেশের অর্থনীতিবিদরা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে অস্থায়ী সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা সেল পরিচালনা করেছিলেন। এ দেশের অর্থনীতিবিদরাই পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শোষণমুক্ত-বৈষম্যহীন সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন।

১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে যে অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন সৃষ্টি হল, মৌলবাদের অর্থনীতির উত্থান হল, দেশের গ্যাস সম্পদ অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার অপচেষ্টা করা হল, পাট অর্থনীতির বিকাশ রুদ্ধ করা হল, পদ্মাসেতু হবে না বলে আতঙ্ক ছড়ানো হল – এসব ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট নির্মোহ গবেষণা এবং গবেষণা উদ্ভূত বিষয়াদি প্রচার কাজে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি নির্ভয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

সুতরাং, আমার মতে ঐতিহাসিক মানদণ্ডে এ দেশের অর্থনীতিবিদদের মূল ধারাটি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নেতৃত্বে সবসময়ই এ দেশ, দেশের মাটি ও মানুষকে ভালবেসেছেন এবং সহমর্মিতা দেখিয়েছেন।

আপনাদের পেশাগত উৎকর্ষ, দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়বদ্ধতার যে ইতিহাস আপনারা রচনা করেছেন এবং ধারণ করছেন – এ জন্যে আমি এবং এ দেশের মানুষ আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ; আপনাদের ধন্যবাদ।

২০১০ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত আপনাদের সপ্তদশ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তীর অর্থনীতি – কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই"। আর এবার অষ্টাদশ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে আপনাদের প্রতিপাদ্য বিষয় "বৈশ্বিক অর্থনীতি ও রূপকল্প ২০২১"।

মূল প্রতিপাদ্য চয়নে আপনারা যে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন তা প্রমাণ করে আপনারা বংলাদেশের জন্য দেশজ উন্নয়ন দর্শন অনুসন্ধান করছেন – এ জন্যেও আপনাদের আরও একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

আমি অর্থনীতি শাস্ত্রের ছাত্র নই। অর্থ শাস্ত্রের চাহিদা-সরবরাহের জটিল সমীকরণ আর রেখাচিত্র আমি আপনাদের মত বুঝি না। তবে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে সহজ-সরল যা বুঝি, তা হল উৎপাদন (production) না হলে ভোগ-পরিভোগের (consumption) প্রশ্ন ওঠে না এবং উৎপাদনের উপাদান-উপকরণ (factors, inputs) ছাড়া উৎপাদন হয় না।

আর সে সব উপাদান-উপকরণের কোনটা-কতটুকু-কী মাত্রায় নির্দিষ্ট উৎপাদনে দিতে হবে অর্থাৎ হেসেলে মসলাপাতি শাক-সব্জি-মাছ-মাংস আছে, কাজটি রান্নার– ব্যাপারটি যিনি রান্না জানেন না, তার জন্য আদৌ সহজ ব্যাপার নয়।

একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আরও বুঝি যে উৎপাদন হলে তার বিনিময় (exchange) হতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারটি থাকতে বাধ্য; আর উৎপাদন হলে তা বণ্টন (distribution) আর পুনর্বণ্টন (redistribution) এর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হতে পারে ব্যক্তিগত ভোগ অথবা কারখানায় ব্যবহার অথবা কৃষিতে ব্যবহার অথবা সেবা খাতে ব্যবহার।

আমার দৃষ্টিতে এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল বণ্টন ন্যায্যতা (distributive justice) নিশ্চিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। আমি জানি বিষয়টি জটিল, তবে অসাধ্য নয়। আর যেহেতু আমি রাজনীতি করি – দেশের মঙ্গলের রাজনীতি – সেহেতু আমার অর্থনীতি ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই হবে অনুরূপ– জনকল্যাণকামী।

আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি যা শিখেছি তা থেকে বুঝি যে, যা কিছু জনকল্যাণ নিশ্চিত করে, যা কিছু দরিদ্র্য-বান্ধব, যা কিছু দেশের অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করে এবং স্থায়িত্বশীল-টেকসই সে সবই হওয়া উচিত প্রাগ্রসর অর্থনীতিবিদের চিন্তার বিষয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ : বৈশ্বিক অর্থনীতি ও রূপকল্প ২০২১ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৮তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ৩

অথবা উল্টো করে বললে বলতে হয়– যা কিছু বৃহত্তর জনমানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করে না, তা অর্থনীতি হলে সে অর্থনীতি বুঝে আমার কোন লাভ নেই। কারণ, আমি তো শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, সুস্থ-সবল-চেতনাসমৃদ্ধ মানুষের বাংলাদেশ চাই।

আর আমার এ চাওয়ার ভিত্তিমূল হল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "সোনার বাংলা" কনসেপ্ট। আমি এ স্বপ্ন দেখি এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই `Vision 2021' বা "রূপকল্প ২০২১" ঘোষণা দিয়েছি।

অর্থাৎ আমি চাই মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তির সময়কার বাংলাদেশ অর্থাৎ ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে "অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্র", ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে "স্বল্প বৈষম্যপূর্ণ মধ্য আয়ের একটি দেশ", ২০২১ সালের বাংলাদেশ হবে "জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সমৃদ্ধ এক ডিজিটাল বাংলাদেশ"।

আর এ লক্ষ্যে আপনাদের কাছে আমার আহ্বান, আপনারা ভাবুন, জ্ঞানসমৃদ্ধ পরামর্শ দিন, দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অর্থনীতির মধ্যে আমরা কীভাবে, কোন পদ্ধতিতে বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বপ্ন "সোনার বাংলার" স্বপ্ন, 'রূপকল্প ২০২১' এর স্বপ্নের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে পারব।

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

আপনারা অনেকেই, সম্ভবত: বেশির ভাগই এখানে অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান-সমৃদ্ধ মানুষ। একটু আগেই বলেছি অর্থনীতির শাস্ত্রীয় বিদ্যে আমার নেই। তবে নীতি শাস্ত্র, মানব কল্যাণ শাস্ত্র, সৌন্দর্য শাস্ত্র – আমি বুঝি। অর্থনীতির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট যা শিখেছি তার কিছু শিখেছি পারিবারিক রাজনৈতিক ঐতিহ্য থেকে, কিছুটা শিখেছি নিজে রাজনীতি করতে গিয়ে, কিছুটা শিখেছি সাধারণ মানুষ হিসেবে যেখানে প্রতিটি মানুষই "অর্থনৈতিক প্রাণ বিশিষ্ট" জীব বলা চলে, আর বেশ কিছুটা শিখেছি নিজে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে।

এ বিষয়ে আমার নিজস্ব – বলতে পারেন, একদমই নিজস্ব একটা মত আছে। যেহেতু আপনারা বিদ্যোৎসমাজের উচ্চস্তরের মানুষ, সেহেতু আজকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার ধারণা কাঠামো উত্থাপন প্রয়োজন মনে করছি।

আমার নিজস্ব মত উত্থাপনের আরও একটি কারণ– আপনাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের শিরোনাম "বৈশ্বিক অর্থনীতি ও রূপকল্প ২০২১"। আমি যেভাবে বুঝি তা হল বৈশ্বিক অর্থনীতি স্থির বা অনড় নয়, তা নিয়ত পরিবর্তনশীল। আমি দেখছি বিশ্বের অর্থনীতিতে এখন অনেক টানাপোড়েন; বিশ্বের অর্থনীতি– বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এ যুগে আগের তুলনায় অনেক বেশি পরস্পর নির্ভরশীল।

এখানেই সহযোগিতার প্রশ্ন; একই সাথে বিশ্বায়ন যেভাবে কাজ করছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে তুলনামূলক সুবিধের কারণে স্থানিক অর্থনীতি – যা অর্থনীতিবিদরা Localonomics হিসেবে অভিহিত করছেন – তার গুরুত্ব বাড়ছে। বিশ্বের অর্থনীতির ভরকেন্দ্রে আমি দেখছি এক ভৌগলিক স্থানান্তর (geographical shift)। বিশ্ব অর্থনীতির ভরকেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপ থেকে স্থানান্তর হয়ে এখন এশিয়ামুখী।

আমি দেখছি বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রাচুর্য (affluence), একই সাথে দেখছি ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-বঞ্চনা; বিশ্বের অর্থনীতিতে যে নিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে। সুতরাং, পাল্টাচ্ছে রাজনৈতিক সমীকরণ।

বিশ্বে মোট উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে অর্থনৈতিক বৈষম্যও কেন যেন ক্রমবর্ধমান। বিশ্বে একদিকে বাড়ছে বৈশ্বিক উৎপাদন আর অন্যদিকে হানাহানির প্রায় সব রূপ। অর্থাৎ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে কোথাও কোন গোলমাল আছে – বড় মাপের গোলমাল। এসব চিন্তা-ভাবনা করে আমি আমার মত একটা কনসেপ্ট বিনির্মাণ করেছি যার নাম "জনগণের ক্ষমতায়ন-মধ্যস্থতাকারী উন্নয়ন ও শান্তির মডেল" (people's empowerment-mediated model for development and peace)।

আমার এ কনসেপ্টে– সহজভাবে বললে বলতে হয়– আমি যা বলতে চেয়েছি তা হল: প্রথমত: উন্নয়ন ও শান্তি অবিচ্ছেদ্য; দ্বিতীয়ত: উন্নয়ন ও শান্তি নিশ্চিত হতে পারে শুধুমাত্র জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে; এবং তৃতীয়ত: জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে উন্নয়ন ও শান্তির ভিত্তি শক্তিশালী করতে হলে একই সাথে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ৬টি ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। আর ক্ষেত্র ৬টি হল: (১) দারিদ্র ও ক্ষুধা নির্মুল, (২) বৈষম্য হ্রাস করা, (৩) সকল ধরণের বঞ্চনা দূর করা, (৪) উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাদ-পড়াদের (বহিঃস্থদের) অন্তর্ভুক্ত করা, (৫) মানবিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া (humane development) ত্বরান্বিত করা, এবং (৬) সব ধরণের সন্ত্রাস দূর করা।

আপনারা জানেন, 'জনগণের ক্ষমতায়ন-মধ্যস্থতাকারী উন্নয়ন ও শান্তি'-র আমার এই মডেলটি জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত সকল দেশ গতবছর আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেছে। আমি আশা করব বিষয়টি যেহেতু আমাদের দেশজ চিন্তা উদ্ভূত এবং যেহেতু তা বিশ্ব দরবারে ভাবনার বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে, সেহেতু এ উন্নয়ন ভাবনার আরও বিকাশে আপনারা আপনাদের মেধা ও মনন দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

সুধিবৃন্দ,

আপনারা যেহেতু বিদ্বান ও আলেকিত মানুষ, সেহেতু আপনাদের সামনে আমার উন্নয়ন-শান্তি চিন্তার জনগণের ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট এ মডেলটির অন্তর্নিহিত বিষয়াদি আরও একটু বলার আগ্রহ সম্বরণ করতে পারছি না।

এক্ষেত্রে জ্ঞান জাহির করার কোন অভিলাষ আমার নেই– আমার ইচ্ছেটা ভিন্ন, আর তা হল আমার মডেল-চিন্তার মূল বিষয়বস্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরা। বিষয়টি বলতে পারেন স্বপ্নের– আমার স্বপ্নের। আর আমার মতে 'স্বপ্ন' তা নয়, যা আপনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখেন– 'স্বপ্ন' হল তা যা আপনাকে ঘুমাতে দেয় না।

আমার মডেলে আমি যুক্তিগ্রাহ্য (resonable) স্বপ্নের কথা বলছি। যেমন, আমি যখন "জনগণের ক্ষমতায়ন" নিশ্চিত করার মাধ্যমে উন্নয়ন ও শান্তি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে "দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল" করার কথা বলছি, তখন কিন্তু আমি দারিদ্র্যের স্থুল রূপ নয়, সকল রূপ (all forms of poverty) নিয়ে ভাবছি।

আমার ভাবনায় দারিদ্র্য শুধুমাত্র আয় অথবা ভোগের দারিদ্র্য নয়– আমার ভাবনার দারিদ্র্য শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আবাসন হয়ে রাজনৈতিক দারিদ্র্য হয়ে মানসিকতার দারিদ্র্য (mindset poverty) পর্যন্ত বিস্তৃত।

আমি যখন বৈষম্য (inequality) হ্রাস করার কথা বলছি তখন শুধুমাত্র আয় বৈষম্যই নয়, আমি বলতে চাই সামাজিক-সাংস্কৃতিক-নৈতিকসহ যত বৈষম্য আছে, সব ধরণের বৈষম্যের কথা।

আমি জানি না বিভিন্ন বৈষম্য কীভাবে পরিমাপ করব– এসব মাপজোক নিয়ে আপনারা ভাবুন। এ নিয়ে আপনাদের ভাবতেই হবে– যদি আপনারা মনে করেন যে জনকল্যাণ সর্বোচ্চকরণ চিন্তা অর্থনীতিবিদদের কাজ।

আমি যখন বলছি সকল ধরণের বঞ্চনা (deprivation) দূর করার কথা, তখন কিন্তু আমি সাধারণ দৃশ্যমান বঞ্চনা থেকে শুরু করে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট অন্যায্যতা (climate injustice) পর্যন্ত বলছি। আমি যখন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাদ পড়া (excluded) মানুষের অন্তর্ভুক্তির কথা বলছি, তখন কিন্তু আমি ঐতিহাসিকভাবে বাদ পড়া নারী সমাজ থেকে শুরু করে ধর্মীয়-ভৌগালিক-নৃতাত্ত্বিক-পেশাগত বাদ পড়া মানুষদের কথা বলছি।

আমি জানি এসব জনগোষ্ঠির মানুষকে উন্নয়ন ও নীতি প্রণয়ন কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি জটিল এবং রাজনৈতিক উচ্চমাত্রার কমিটমেন্ট সংশ্লিষ্ট বিষয়। আমি যখন বলছি যে সব ধরণের সন্ত্রাস দূর না করতে পারলে উন্নয়ন ও শান্তির প্রক্রিয়া মসৃণ হবে না, সেক্ষেত্রে আমি শুধুমাত্র ধর্মভিত্তিক জঙ্গীবাদ-সন্ত্রাসের কথাই বলছি না, আমি বলতে চাইছি বায়ো-পাইরেসি থেকে শুরু করে সব ধরণের সন্ত্রাসের কথা।

আমি এও বলি যে মানুষ জন্মসূত্রে সন্ত্রাসী-জঙ্গি হয় না। এক্ষেত্রে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং সেটাও শুধুমাত্র স্থানীয় বা দেশীয় বিষয় না আন্তর্জাতিক-বৈশ্বিক বিষয়ও। আমি এও বলি যে দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা দূরীকরণ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড যেমন সন্ত্রাস-জঙ্গীত্ব দূর করার প্রয়োজনীয় শর্ত, তেমনি অন্যদিকে বিভিন্ন ধরণের সন্ত্রাস-জঙ্গীত্ব দূর করলে দারিদ্র-বৈষম্য-বঞ্চনা দূরীকরণের ভিত্তিও সুপ্রশস্ত হয়।

অর্থাৎ আমার উপস্থাপিত ৬টি বিষয় বা ক্ষেত্রের পারস্পরিক কার্যকরণ সম্পর্ক একমুখী নয়– তা উভয়মুখী অথবা বহুমুখী।

সুধিবৃন্দ,

এতক্ষণ আমি যা বললাম তার সবই আমার নিজস্ব ভাবনা। আমার এসব ভাবনা বলতে পারেন বঙ্গবন্ধুর দেশভাবনার সম্প্রসারিত রূপ মাত্র, যেখানে যুক্ত হয়েছে "সময়" ফ্যাক্টর।

আমার ধারণা আমার ভাবনাকে সম্পূর্ণ রূপ দিতে আরও দুটি বিষয় সংযুক্ত করা উচিত। যার প্রথমটি নিঃসন্দেহে ইতিহাস, আর দ্বিতীয়টি নিঃসন্দেহে ভবিষ্যত করণীয়র এক পথ নির্দেশ।

প্রথমটি অর্থাৎ ইতিহাসের নির্মোহ বিষয়টি এরকম: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা যে অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলাম, ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যার মাধ্যমে আসলে সে স্বপ্নকেই হত্যা করা হয়েছে।

আপনারা এখানে উপস্থিত অর্থনীতিবিদরাই তো হিসেবপত্তর করে দেখিয়েছেন যে, আজ যদি বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতেন, যদি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হত এবং সেই সাথে যদি বঙ্গবন্ধুর অন্যতম স্বপ্ন গণমুখী সমবায় গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠত, তাহলে আজকের বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় আজকের মালয়েশিয়ার তুলনায় বেশি হত। সেই সাথে অর্থনৈতিক বৈষম্যও হ্রাস পেত কয়েকগুণ।

কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাংলাদেশকে কয়েক যুগ পিছিয়ে দেওয়া হল। আর মাঝখান দিয়ে সৃষ্টি হল অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন, যা রাজনীতিকেও দুর্বৃত্তায়িত করল; ফুলে-ফেঁপে উঠল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী সবকিছু; সাম্প্রদায়িকতা জেঁকে বসল; গণতান্ত্রিক চর্চার পথ রুদ্ধ করা হল। অর্থাৎ বাংলাদেশ নিপতিত হল অনুন্নয়নের এক দুষ্ট চক্রে, যেখানে আর যাই হোক জনকল্যাণকামী কোন কিছুই আর সহজলভ্য থাকল না।

দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম করে বঙ্গবন্ধু হত্যার ২১ বছর পরে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করলাম। দীর্ঘদিনের সংগঠিত অনুন্নয়নের দুষ্টচক্রের জঞ্জাল দূর করা সম্ভব না হলেও সে পাঁচ বছর (১৯৯৬-২০০১) আমরা অনেক ইতিবাচক কাজ করেছি।

তালিকা দীর্ঘ না করে একটা কথা তো স্পষ্টই বলা যায় যে আমাদের ঐ পাঁচ বছরে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের বাজার মূল্য আমরা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম।

অর্থনীতির উদ্দিষ্ট যদি মানব কল্যাণ হয়ে থাকে, তাহলে ঐ নিরিখে তো আমরা ভালই করেছিলাম। তবে পরবর্তীকালে ২০০১-২০০৬ বিএনপি-জামাত চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় এসে শুরুটাই করল প্রতিহিংসার রাজনীতি দিয়ে।

আর এ কথাও সত্য যে রাজনীতিতে যখন প্রতিহিংসা নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়, তখন অর্থনীতি কখনও জনকল্যাণকামী হতে পারে না। প্রতিহিংসা-প্রবণ এ রাজনীতি জন্ম দিল একটি ভবনকেন্দ্রিক গণবিরোধী কর্মকাণ্ড; প্রবলতর হল বিভিন্ন ধরণের সিন্ডিকেট; শক্তিশালী হল মৌলবাদের অর্থনীতি, সংশ্লিষ্ট সাম্প্রদায়িকতা এবং সন্ত্রাস-জঙ্গীত্ব; গড়ে উঠল মূলধারার অর্থনীতির মধ্যে আরেকটি অর্থনীতি, সরকারের মধ্যে সরকার, রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র– এভাবে বিকৃত হল পুরো সমাজের কাঠামো।

কিন্তু এ দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, গ্রামের মানুষ, বিত্তহীন-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষ, তরুণ প্রজন্ম এবং নারী সমাজ– এসব সহ্য করেনি। এ দেশের মানুষ বহুবার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে– ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এ দেশের মানুষ "দিন বদলের সনদ" ও 'রূপকল্প ২০২১' এর পক্ষে গণরায় দিয়ে আমাদের উপর সেই দেশ পরিচালনার কঠিন দায়িত্ব দিয়েছেন, যে দেশে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে এবং পরবর্তী সময়ে জনগণের স্বার্থ বিরোধী কায়েমি গোষ্ঠির স্বার্থ পাকাপোক্ত করে দেশ-সমাজ-রাষ্ট্র কাঠমোটিকেই তারা বিকৃত করে ছেড়েছে। জনগণের রায়ে আমরা দায়িত্ব নিয়েছি এবং দায়িত্ব পালনের কঠিন দিকগুলো সম্পর্কে আমি সচেতন।

আমার কথা স্পষ্ট– আমি 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর; আমি চাই এবং আমি জানি জনগণও চান যে ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হোক মধ্য আয়ের একটি দেশ; জ্ঞান সমৃদ্ধ মানুষের একটি দেশ; শান্তির এক বাংলাদেশ।

যদি তাই হয় তাহলে এ লক্ষ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে হবে, রাজনৈতিক কমিটমেন্ট উচ্চস্তরে নিতে হবে, মেধা-মনন মনোনিবেশ করতে হবে এবং কয়েক বছর সময় লাগবে। আর কাঙ্ক্ষিত ঐ বাংলাদেশ বিনির্মাণে– আমি তো মনে করি– জনগণের ক্ষমতায়ন–মধ্যস্থতাকারী উন্নয়ন ও শান্তির যে মডেলটি আমি আপনাদের সামনে হাজির করেছি তা যথেষ্ট মাত্রায় কার্যকর হতে পারে। আপনাদের কাছে ভিন্ন কোন পথনির্দেশ থাকলে তা লিখুন-বলুন-জানান– সবাই মিলে ভাবব।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ : বৈশ্বিক অর্থনীতি ও রূপকল্প ২০২১ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৮তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ৭

সুধিজন,

যেহেতু আপনারা বিজ্ঞজন, যেহেতু আপনারা গুণীজন, যেহেতু আপনারা ভাবুক-জন, এবং যেহেতু বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এসব মানুষের সুদৃঢ় একটি প্লাটফর্ম, সেহেতু আমি আমার চিন্তা উদ্ভুত অর্থনীতিসহ সামগ্রিক উন্নয়ন উদ্দিষ্ট একটি ধারণা কাঠামো বা মডেল উপস্থাপন করলাম। আমার মনে হয় বলা উচিত হবে যে আমার এ ধারণা কাঠামোটি শুধু বাংলাদেশের জন্যই নয় পৃথিবীর বহুদেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে, হতে পারে তা সর্বজনীন।

আমাদের দেশের ক্ষেত্রে মডেলে উল্লেখিত যে ৬টি বৃহৎ ক্ষেত্রের কথা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি তা বাস্তবায়িত করতে হলে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেই হবে। আর এ বিবেচনায় বিষয়গুলো হতে পারে নিম্নরূপ:

১. বণ্টন ন্যায্যতাসহ উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন,
২. অধিকতর ফলপ্রদ, বৈচিত্রপূর্ণ, উৎপাদনশীল কৃষি,
৩. মজুরি ন্যায্যতা নিশ্চিতসহ অধিকহারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি,
৪. শিল্পায়ন; অনু, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পসহ আত্ম-কর্মসংস্থান,
৫. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার,
৬. জনসংখ্যাকে বোঝা না মনে করে জনশক্তিতে রূপান্তর (শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি জ্ঞানসহ),
৭. নারীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি,
৮. শক্তিশালী সরকারি স্বাস্থ্য সেবা খাত,
৯. সুসংগঠিত সামাজিক ইন্সুরেন্স সিস্টেম (সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি; জনস্বাস্থ্য বীমা, শস্য বীমা ইত্যাদি),
১০. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা,
১১. রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও বিচারিক সংস্কৃতির পরিবর্তন,
১২. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাওয়ানোর আর্থ-সামাজিক কাঠামো,
১৩. তথ্য-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বোত্তম সম্প্রসারিত ব্যবহার,
১৪. আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার সৃজনশীল পথ-পদ্ধতি, এবং
১৫. জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে বিশ্বায়ন উদ্ভূত সুযোগ সর্বোচ্চকরণ।

আমার এ তালিকাকে শুধুমাত্র একটা তালিকা ভাবলে ভুল করা হবে। কারণ, তালিকার প্রত্যেক কাজই গভীর সারবস্তু-সম্পন্ন (substantive)। আপনারা যে কেউ এ প্রশ্ন করতে পারেন যে আমরা পারব কি এসব বাস্তবে রূপ দিতে? আমার সোজা-সরাসরি উত্তর হাঁ, আমরা পারব, অবশ্যই বাঙালি পারবে। এক সময় জুলফিকার আলী ভুট্টো সাহেব বলেছিলেন ঘাস খেয়ে হলেও পাকিস্তান এটম বোমা বানাবে। আমরা ঘাস খেতেও চাই না, আমরা এটম বোমাও চাই না। আমার প্রশ্ন সোজা – তা হল আমরা চিতই পিঠা খেয়ে পদ্মা সেতু কেন বানাতে পারব না?

আমার "রূপকল্প ২০২১" এবং উপস্থাপিত উন্নয়ন মডেল আসলে বাধা অপসারণের মডেল; আমি চাই সে অবস্থা বিনির্মাণ করতে যখন এদেশের মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রবল শক্তির বিকাশে যত বাধা আছে সব বাধা দূর হবে।

আমি তো মনের গভীর থেকে বিশ্বাস করি এটা সম্ভব। এ দেশের মানুষের মনের কথার ল.সা.গু যাঁরা বোঝেন, যাঁরা জণগণের ম্যান্ডেটে বিশ্বাস করেন, যাঁরা বৈশ্বিক ব্যবস্থার জটিলতা বোঝেন এবং ম্যানুভার করার পথ-পদ্ধতি নিরূপণে ধৈর্য্য ধারণ করেন, যাঁরা দূরবর্তী চিন্তা করতে পারেন, যাঁরা বোঝেন যে বাংলাদেশের অর্থনীতি এগিয়েছে, বাংলাদেশের মানুষ এখন দুনিয়া বোঝে– তাঁরা নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন যে আমরা পারি– আমরাই পারব।

আপনারা বিদ্বান মানুষ। কী করতে পারিনি আপনারা জনেন, কী করি নি তাও আপনারা জানেন, কী করতে পারতাম তাকি জানেন? ঐ পারার পথ সুবিস্তৃত-প্রশস্ত করাটাই আমার কাজ; আমি তাই করব।

সমবেত সুধিবৃন্দ,

আপনারা বিদ্বান মানুষ। আর বিজ্ঞজনদের সামনে কথা বলা চারটিখানি কথা নয় – এ আমি জানি। বলা হয়ে থাকে যে বিদ্বান মানুষ অন্যের বিদ্যা মাপেন– বিচার (judge) করেন; কিন্তু আমি তো মনে করি উল্টোটা - বিদ্বান মানুষ তিনি, যিনি অন্যের বিদ্যা মাপেন না, অন্যের তত্ত্ব ও প্রায়োগিক বিদ্যা থেকে শেখার চেষ্টা করেন অর্থাৎ জ্ঞান-আহরণের চেষ্টা করেন এবং আহরিত জ্ঞান উদার হস্তে বিতরণ করেন।

আর এ ভাবনা থেকেই উন্নয়ন-শান্তি-জনগণের ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট আমার ভাবনাটা আপনাদের সাথে ভাগাভাগি (share) করলাম। আমার উদ্দেশ্য আরও শেখা - বিদ্বান মানুষের কাছে শেখা। এ শেখার ক্ষেত্রে আমার একচুলও কার্পণ্য নেই; বরং আছে আগ্রহ ও গর্ববোধ।

আমার এ আগ্রহ বোধ থেকেই আমি চাইব যে আপনারা আমার ভাবনার জনগণের ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন ও শন্তির মডেলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ জ্ঞানসমৃদ্ধ সমালোচনা করবেন এবং একই সাথে আগামী তিনদিন আপনারা "বৈশ্বিক অর্থনীতি ও রূপকল্প ২০২১" নিয়ে যে উপসংহারে উপনীত হলেন সে সম্পর্কে একটি ছোট প্রতিবেদন আমার ভাবনা শানিত করবার লক্ষ্যে আমাকে দেবেন।

সুধিবৃন্দ,

আমি খুবই খুশি হয়েছি যে, প্রতিবারের মত এবারও আপনারা এ দেশের চারজন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সম্মাননা স্বর্ণপদক ২০১২ প্রদান করছেন।

২০১০ সালে আপনারা তিনজন প্রথিতযশা মানুষকে এ পদক দিয়েছিলেন যাঁরা সকলেই প্রয়াত এবং আমি তখন বলেছিলাম এ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে তবে মানুষ যেন জীবদ্দশায় এ সম্মাননা পান সেদিকে নজর দিতে।

আপনাদের ধন্যবাদ, আপনারা আমার কথা রেখেছেন। এ বছর এ সম্মাননা দিচ্ছেন দু'জন প্রয়াত অর্থনীতিবিদকে যাঁরা হলেন অধ্যাপক ড. আখলাকুর রহমান এবং অধ্যাপক ড. মোজাফ্ফর আহমেদ; আর দু'জন অর্থনীতিবিদকে জীবদ্দশায় যাঁরা হলেন ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ এবং অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ : বৈশ্বিক অর্থনীতি ও রূপকল্প ২০২১ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির ১৮তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ৯

২০১০ সালে আপনাদের ১৭তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে আমি প্রধান অতিথি হিসেবে এসে আপনাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ঢাকা স্কুল অফ ইকোনমিকস প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিলাম এবং সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো বিনির্মাণ সহায়তার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি আর আপনারা মাত্র দুই বছরের মধ্যে গড়ে তুলেছেন ঢাকা স্কুল অফ ইকোনমিকস।

আমি জেনে খুশি হয়েছি যে ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েটড প্রতিষ্ঠান হিসেবে আপনারা ঢাকা স্কুল অফ ইকোনমিকসের পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি প্রদান কর্মসূচিসহ গবেষণা কর্মকাণ্ড শুরু করেছেন। আপনাদের ধন্যবাদ।

আজকের সুপ্রিয় উপস্থিতি,

এতক্ষণ ধৈর্য ধরে, মনোযোগ দিয়ে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাদের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন সার্থক হোক। আপনারা সবাই পরিবার-পরিজনসহ সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন। সেই সাথে আমি আলোকিত মানুষদের এই সংগঠন– বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অষ্টাদশ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।